দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 01 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ২ ...

ঢাবি 'গ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নবিভ্রাট

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০১৬-১৭ সেশনের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত 'গ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল শুক্রবার। এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বেশ কিছু বিভ্রাটের কথা জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর ভুল হলো এক সেট প্রশ্নে একটি প্রশ্ন কম থাকা। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক জানান, যেসব শিক্ষার্থী ওই সেট প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়েছেন তারা বাদপড়া প্রশ্নের জন্য নম্বর পাবেন। এর আগেও 'গ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে অনেক ভুল থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা এজন্য শিক্ষকদের অন্যমনস্কতা ও তদারকির অভাবকে দায়ী করেন।

গতকাল বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থী জানান, একটি সেটে ফাইন্যান্স অংশে ৬ নম্বর প্রশ্নের পর ৭ নম্বর ছিল না। সেখানে ৮ নম্বর থেকে বাকি প্রশ্ন দেওয়া ছিল। শিক্ষার্থীরা বিষয়টি হলেই পরীক্ষকদের জানালে তারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। পরে পরীক্ষার্থীদের ৭ নম্বর প্রশ্নের ঘর ফাঁকা রাখার নির্দেশনা দেন তারা। এ ছাড়া আরেকটি সেটের অ্যাকাউন্টিং প্রশ্নের ১৮ নম্বর প্রশ্নটির অপশনে ইংরেজি ভার্সনে একটি এবং বাংলা ভার্সনে আরেকটি সংখ্যা দেওয়া আছে। এ প্রশ্নের উত্তর নির্বাচনেও বিভ্রান্তিতে পড়েন শিক্ষার্থীরা। অন্য সেটে ইংরেজি অংশে শূন্যস্থান পূরণ অংশে ৬ থেকে ১২ পর্যন্ত পূরণ করার কথা বলা থাকলেও প্রশ্নে ছিল ৬ থেকে ১১ পর্যন্ত। একই সেটে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অংশে ১৩ থেকে ১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কথা বলা হলেও প্রশ্ন শুরু হয় ১২ নম্বর থেকে। এ ছাড়া প্রশ্নপত্রে বাংলা টাইপিংয়ের ক্ষেত্রে Sutonny MJ I Vrinda উভয় ফন্টই ব্যবহার করা হয়। আরেকটি সেটের মার্কেটিং অংশের প্রশ্নগুলোতে বাংলা বানানে ব্যাপক ভুল ছিল।

এ বিষয়ে 'গ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়ক ও বাণিজ্য অনুষদের এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬

ঢাবি 'গ' ইউনিটের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ডিন শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম বলেন, প্রশ্নের অনেক সেট থাকে। একটি প্রশ্ন কম থাকা সেটে যারা পরীক্ষা দিয়েছেন তারা সবাই কমন নম্বর পাবেন। এ ছাড়া ওই সেটের যারা ওএমআর শিট পূরণ করেছেন এবং যারা ওএমআর শিটে ওই প্রশ্নের উত্তর পূরণ করেননি, উভয়েই নম্বর পাবেন।

গতকাল ঢাকার ৫৫টি কেন্দ্রে সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত 'গ' ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এক হাজার ২৫০ আসনের বিপরীতে এ ইউনিটে আবেদন পড়ে ৪২ হাজার ১৪৭টি। এবার প্রশ্নপত্রে সেটের নাম না লিখে বারকোড ব্যবহার করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরের কেন্দ্রগুলো ছিল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজ, নীলক্ষেত হাইস্কুল, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, আইডিয়াল কলেজ, বেগম বদরুন্নেছা মহিলা কলেজ এবং উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ।